আজম মাহমুদ

সফটওয়্যারের প্রবাদপুরুষ
বিল গেটস ও তার মাইক্রোসফট

অবিবাহিত গেটসের চুল কাটা ও ফ্যাশনে কোন উৎসাহ নেই। রং-এর বৈপরীতে সহজে মানায় এমন সাদামাটা প্যান্ট শার্টই তার ওয়ারড্রোবে ঝুলানো না, স্তূপ করে রাখা থাকে। এসব ঝামেলা মুক্তির কারণেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা ত্যাগকারী গেটস সুউচ্চ মেধার পেশায় মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছেন। এ্যাপলের সাথে মামলার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তিনি ইনট্যালেকচুয়াল-প্রোপার্টি আইনে একজন বিশেষজ্ঞতে পরিণত হন। নেপোলিয়ান সম্পর্কে জানার যখন তার উৎসাহ হয় তখন তিনি একটি জীবনী গ্রন্থ নয়, একনাগারে ১২টি পড়ে ফেলেন।

ছুটি পছন্দ করেন না গেটস। যখন ছুটি নিতেই হয় তখন তাকে পরিণত করেন 'চিন্তার সপ্তাহে'। নির্জন বনে টমেটো সুপের টিন, স্প্যাঘেটি এবং গাদাগাদা বই ও সাময়িকীর মধ্যে ডুব দিয়ে মাইক্রোসফটের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বের করে ফেলেন। মাইক্রোসফটই তার প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এমনকি এক কোটি ডলার ব্যয় করে ৪৬ হাজার বর্গ ফুট জমির উপর তিনি যে স্বপ্নের বাড়ীটি নির্মাণ করছেন তার সর্বত্র লেখা রয়েছে 'মাইক্রোসফট'। এই বাসায় থাকবে অসংখ্য হাই-টেক গ্যাজেটারী যাতে করে গেটস তার সংজ্ঞাসমূহকে পরীক্ষা করতে পারেন।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিছুটা দুষ্টুমি, কিছুটা বিপনন ধীশক্তি, স্বচ্ছ, অন্তঃদৃষ্টি, সর্বোপরী অপার কর্মোদ্দম নিয়ে কমপিউটার সফটওয়্যার ইতিহাসে প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছেন হেংলো শরীর ও পেঁচা চোখ বিশিষ্ট ৩৬ বছর বয়স্ক মাইক্রোসফট কোম্পানীর চেয়ারম্যান উইলিয়াম এইচ গেটস যিনি বিশ্ব প্রসিদ্ধ বিল গেটস নামে।

মাইক্রোসফটকে অনেকে বিল বলেই ডেকে থাকে। দারুন প্রাণশক্তি ও কর্মচাঞ্চল্যে ঐশ্বর্য্যময় মাইক্রোসফট ঠিক বিল গেটসের মতই। বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশ্রমী ও শক্ত স্নায়ুর মানুষ গেটস এখন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। রেভমণ্ডের এই সফটওয়্যার শিল্পীর ঐশ্বর্য্য বেড়েই চলেছে সব প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে। মার্কিন অর্থনৈতিক মন্দা এবং পারসোনাল কমপিউটার বিক্রী কমে যাওয়ার পরেও ১৯৯১ সালে মাইক্রোসফটের আয় শতকরা ৫৬ ভাগ বেড়ে ১.৮ বিলিয়ন ডলারে পৌছে। তাদের উইনডোজ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হওয়ায়। এই উইনডোজ প্রোগ্রাম দিয়ে আইবিএম পিসির গ্রাফিক্যাল দিকগুলি এ্যাপল ম্যাকিনটোসের অনুরুপ অনুভূতি ও সাদৃশ্য লাভ করে। ২০ মাসে ৯০ লক্ষ কপি উইনডোজ ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামসমূহ বিক্রী হয়, যার মূল্য এক বিলিয়ন ডলার।

বিশ্লেষকরা আশা করছেন যে, ১৯৯২ সালের জুনে যে অর্থ বছর শেষ হবে তাতে মোট ২.৭ বিলিয়ন ডলার বিক্রী থেকে মাইক্রোসফটের মুনাফা দাঁড়াবে ৭০০ মিলিয়ন ডলার। এই রমরমা ব্যবসায় মাইক্রোসফটের শেয়ারের মূল্য বেড়ে জেনারেল মটরকে অতিক্রম করেছে।

ব্যবসায়িক সাফল্যে বিল গেটস ও মাইক্রোসফট এখন ব্রহ্মাণ্ডের শিখরে বিচরণ করছে। সাত বিলিয়ন সম্পত্তির মালিক এখনো প্রতিদিন ১৫ ঘন্টা করে কাজ করেন, সারা যুক্তরাষ্ট্র এলোপাথারি ছুটে বেড়ান প্রশিক্ষণ ক্লাস নিতে এবং কোম্পানির অনেক খুঁটিনাটি বিষয় নিষ্ঠার সাথে দেখেন যা অনেক কোম্পানী প্রধান এড়িয়ে যেতেন হয়তো।

উইনডোজ এখন শতকরা ৯০ ভাগ পারসোনাল কমপিউটারের অপারেটিং সিস্টেম। এই মৌলিক সফটওয়্যার দিয়ে চলছে আট কোটি পিসি। এখনো নতুন কমপিউটার দিগন্ত জয় করা বাকী রয়েছে মাইক্রোসফটের। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেটওয়ার্কিং সফটওয়্যার যেটিতে প্রাধান্য রয়েছে নোভেল এর। এ বছরের শেষের দিকে তার দীর্ঘ প্রতিক্ষিত ডাটাবেজ বাজারে প্রবেশ করবে Cirrus দিয়ে, যেখানে প্রাধান্য আবার বোরল্যাণ্ডের।

মাইক্রোসফটের অস্বাভাবিক চলতি ব্যবসায়ীক প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে শীর্ষে অবস্থান করাটা একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের ব্যাপার। ১৯৮৯ সালে মাইক্রোসফটের মোট কর্মচারী ছিল চার হাজার, ১৯৯১ সালের জুনে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮,২০০-তে এবং এখন প্রতি সপ্তাহে ৭০ জন করে নতুন নিয়োগের ফলে এই সংখ্যা দশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

সিয়েলের শহরতলীতে কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয়ের চার হাজার কর্মচারীর জন্য ক্যাম্পাস জুড়ে ২২টি স্বল্প উচ্চতর ভবন তৈরী করতে হয়েছে। ২৬০ একর জমির এই ক্যাম্পাসে কর্মচারীরা গাড়ী ব্যবহার করে এক ভবন থেকে অন্য ভবনে যাতায়তের জন্য।

আইবিএম ও এ্যাপল থেকে শুরু করে সান মাইক্রেসিস্টেম ও Next পর্যন্ত প্রায় আধা ডজন কোম্পানী এখন পিসি অপারেটিং সিস্টেমে মাইক্রোসফটের আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করছে যেটি হচ্ছে কোম্পানীর শক্তির মূল ভিত্তিভূমি। উইনডোজের বাজারে মাইক্রোসফটের একক দখল নষ্ট করে তাতে ভাগ বসানোর জন্য প্রতিটি সফটওয়্যার নির্মাতা এখন সচেষ্ট। এছাড়া মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে রয়েছে এ্যাপলের ৪ বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ মামলা এবং ফেডারেল ট্রেড কমিশনের একটি তদন্ত। সবার বন্দুক এখন মাইক্রোসফটের দিকে তাক করা।

গেটস তার স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যে এসব চ্যালেঞ্জ খারিজ করে বলেন, "যারা বিশ্বাস করে না যে আমরা প্রতিদিন বাজার দখল সম্প্রসারিত করছি আমি তাদের সাথে মুখামুখি হতে চাই। এরা কোনদিন জাগবে না।" আইবিএম-এর OS/2 প্রসঙ্গে গেটস বলেন, "আমরা স্বর্ণময় – কারণ ইউনডোজের এ্যাপলিকেশনসমূহ যেভাবে OS/2-তে চালানো হয় তা রীতিমত হাস্যকর। উনডোজের বাজার দখলে মাইক্রোসফট অবৈধ পথ অবলম্বন করেছে বলা হলে গেটস ব্যাঙ্গাত্মক স্বরে বলেন যে, ট্রেড কমিশন চায় যে আমি তাদের কার্য্যালয়ের সিড়িতে পরে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়ে নিহত হই।"

গেটস মাইক্রোসফট চালু করার পর থেকে গত ১৭ বছরে একটি সরল নিয়ম অনুসরণ করেছেন যেটি তার ভাষণ : "আমি চৌকষ ও মেধাবী লোকদের চাকরি দেই এবং আমি তাদের উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষের চ্যালেঞ্জ দেই। আমি তাদেরকে প্রতিষ্ঠানের প্রতি সত্যিকার নিবেদিত হতে এবং কঠোর পরিশ্রম করতে বলি।"

নতুনরা তুলনামূলক কম বেতনেই চাকরি নেয় মাইক্রোসফটে এবং সপ্তাহে ৬০ থেকে ৮০ ঘন্টা কাজ করে। বাড়তি কোন ট্রেনিং নেই, কাজের মধ্যেই ট্রেনিং হয়। কোন বিধি নিষেধ, নিয়ম-কানুন ও আমলাতন্ত্র তাদের ওপর চাপানো হয়না। যারা খাপ খাওয়াতে পারে না তাদেরকে প্রথমে কোম্পানীর মধ্যেই অন্য কাজ খুঁজে নিতে বলা হয় অথবা দুই বছরের মধ্যেই কোম্পানী ত্যাগ করে তাল

সামলাতে না পারা কর্মীরা।

যারা টিকে যায় তারা আর্থিক ভাবে প্রভূত লাভবান হয়। বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ প্রতি ছয় মাস অন্তর দেওয়া হয় পারফরমেন্স বোনাস হিসেবে। মাইক্রোসফটের শেয়ারের অংশ পেয়ে প্রায় ১০০ জন কর্মচারী কোটিপতি হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজন টাকা নিয়ে ছেড়ে গেছে কোম্পানী। ১০ বছর চাকরি করে উচ্চ পদস্থ মার্কেটিং নির্বাহী সট্ট ওকি ৪৩ বছর বয়সে গত ২৭ জানুয়ারী অবসর নেন চার কোটি মার্কিন ডলার মুল্যের শেয়ারের মালিক হয়ে।

প্রতি ১০০ জনের মধ্যে মাত্র ছয় জন মাইক্রোসফট থেকে চাকরি ছাড়ে। বিল গেটসের মতই মাইক্রোসফট কর্মচারীরা বিজয় ও সাফল্যকেই বেশী মুল্য দেয় এর বিনিময়ে পাওয়া পুরস্কার থেকে। যথার্থ মানুষ খুঁজে বের করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়োগকারী সংস্থাসমূহের জাল ছড়িয়ে রেখেছে মাইক্রোসফট। প্রতি মাসে ১০ হাজার আবেদনকারীর জীবন বৃত্তান্ত বাছাই করে পারসোনেল ডিপার্টমেন্টের লোকেরা। তারা সম্পূর্ণ নতুনদের খোঁজে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞদের পরিবর্তে।

সবার জন্য মাইক্রোসফট নয়। সাঁতারের পোষাকে, ভলিবল খেলার সময় প্রোগামাররা সফটওয়্যারের সূক্ষ্ম বিষয়াদির ওপর আলোচনা সেরে ফেলে। প্রকোষ্ঠে বন্দী কর্মচারীদের কাছে এসব অদ্ভুত ঠেকবে। চ্যালেঞ্জ দেওয়া, ভুল ধরা ও এ ব্যাপারে রায় দেওয়ার একক মালিক বিল গেটস, সেটা একটা ভুল এলগারিদমই হোক বা একটা অপ্রতুল মার্কেটিং টার্গেটই হোক। গেটসের সাথে ৬০ মিনিটের একটা বৈঠক দেওয়ার কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই কর্মচারীরা প্রস্তুতি নিতে থাকে এমনকি অনুশীলন মিটিং পর্যন্ত করে। বৈঠকের সময় কাজের নেগেটিভ দিকগুলির ওপর গেটস বেশী আলোকপাত করে, কর্মচারীদের সব চিন্তাশক্তি নিঃশেষ করে নতুন বুদ্ধি বের করে নেয় এবং পরিশেষে বলে 'তুমি ভালোই কাজ করছো।'

মাইক্রোসফটের ভেতর যে কোম্পানী কৃষ্টি গড়ে উঠেছে তার পেছনে একক প্রভাব হচ্ছে গেটসের। তার কাজ পাগল স্বভাবের ক্ষিপ্রতার সাথে পাল্লা দেওয়াটা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সকাল ৯টা থেকে মাঝ রাত পর্যন্ত কাজ করেন গেটস। রাতে বাসায় ফিরে নিজের কমপিউটারে দুই ঘন্টা ধরে প্রয়োজনীয় চিঠিগুলি লিখে ফেলেন তিনি।

অবিবাহিত গেটসের চুল কাটা ও ফ্যাশানে কোন উৎসাহ নেই। রং-এর বৈপরীত্যে সহজে মানায় এমন সাদামাটা প্যান্ট শার্টই তার ওয়ারড্রোবে ঝুলানো না, স্তুপ করে রাখা থাকে। এসব ঝামেলা মুক্তির কারণেই হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা ত্যাগকারী গেটস সুউচ্চ মেধার পেশায় মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পেরতে পরেছেন। এ্যাপেলের সাথে মামলার প্রস্তুতি নিতে গিয়ে তিনি ইনট্যালেকচুয়াল-প্রোপার্টি আইনে একজন বিশেষজ্ঞতে পরিণত হন। নেপোলিয়ান সম্পর্কে জানার যখন তার উৎসাহ হয় তখন তিনি একটি জীবনী গ্রন্থ নয়, একনাগারে ১২টি পড়ে ফেলেন।

ছুটি পছন্দ করেন না গেটস। যখন ছুটি নিতেই হয় তখন তাকে পরিণত করেন 'চিন্তার সপ্তাহে'। নির্জন বনে টমেটো সুপের টিন, স্প্যাঘেটি এবং গাদাগাদা

বই ও সাময়িকীর মধ্যে ডুব দিয়ে মাইক্রোসফটের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বের করে ফেলেন। মাইক্রোসফটই তার প্রথম বিবেচ্য বিষয়। এমনকি এক কোটি ডলার ব্যয় করে ৪৬ হাজার বর্গ ফুট জমির উপর তিনি যে স্বপ্নের বাড়ীটি নির্মাণ করছেন তার সর্বত্র লেখা রয়েছে 'মাইক্রোসফট'। এই বাসায় থাকবে অসংখ্য হাই-টেক গ্যাজেটারী যাতে করে গেটস তার সংস্থাসমূহকে পরীক্ষা করতে পারেন। কক্ষগুলি দেয়াল জুড়ে থাকবে সুবৃহৎ হাই ডেফিনেশন পর্দা যেগুলিতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকবে ডিজিটাইজড চিত্র কর্মসমূহ, ইলেকট্রনিক পুস্তকাদি এবং নয়নাভিরাম স্থাপত্য ডিজাইনসমূহ।

গেটস যেখানেই যাননা কেন তার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রাখেন ইলেকট্রনিক মেইলের মাধ্যমে। প্রতি কর্মচারীর কাছে গেটসের এই সার্বক্ষনিক উপস্থিতিই তার কোম্পানীর জীবন শক্তি। যে কোন কর্মচারী তার উপরের কর্মকর্তার মাধ্যম ছাড়াই যে কোন নতুন বুদ্ধি ও তথ্য সরাসরি বিনিময় করতে পারেন গেটসের সাথে। সম্প্রতি এক সোমবার সকালে নিউইয়র্ক অফিসের নেইলসন দেখলেন তার পিসির পর্দায় গেটসের একটা ব্যক্তিগত নির্দেশ ভেসে উঠলো। ওয়াল ষ্ট্রিটের শেয়ার বাজারের কিছু তথ্য জানতে চান গেটস। যে কোন সময় একজন একটা চিঠি পেতে পারেন গেটসের কাছ থেকে। এটাতে যারা বিব্রত বোধ করবে মাইক্রোসফট তাদের জন্য নয়।

মাইক্রোসফট যত বড় হচ্ছে ততই এই সহজ ও সর্বব্যাপী যোগাযোগ কষ্টসাধ্য হয়ে পরছে। কিন্তু বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই কমপিউটার সফটওয়্যার কোম্পানী বড় কোম্পানীগুলির পরিচিত দূর্বল খাদসমূহে পা না ফেলতে বদ্ধ পরিকর। কোম্পানীকে যাতে ছোট দেখায় সে জন্য কমপিউটার কোম্পানী হিউলেট প্যাকার্ডের অনুকরণে প্রোগ্রামিং হোক বা মার্কেটিং হোক প্রতি ক্ষেত্রেই ২০০ জন করে এক একটি গ্রুপ করে দিচ্ছে গেটস। এর মধ্যে থাকবে আবার উপ-গ্রুপ। যাতে করে কেউ বিচ্ছিন্ন বোধ না করে বা জবাবদিহির উর্ধ্বে না মনে করে।

যে গ্রুপটি এখন এন, টি বা নিউ টেকনোলজী অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবনে ব্যস্ত রয়েছে তাতে রয়েছে মাত্র ১০০ জন প্রোগ্রামার। এই পণ্যটি তৈরী শেষ করতে হলে ২০ লক্ষ লাইন কমপিউটার সংকেত লিপিবদ্ধ করতে হবে। এনটি-র কাজ অনেকটা এগিয়েছে। ১৯৯২ সালের শেষের দিকে এটি বাজারজাত করার কথা। নতুন প্রজন্মের পিসি-তে মাইক্রোসফটের এমএস ডসের স্থানে OS/2 বা AT & T-র ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমের মতই একটি হবে এনটি। শত শত নতুন পিসি নেটওয়ার্কিং-এর আওতায় এসে এই দশকের শেষের দিকে কমপিউটিংকে সয়লাব করে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। মাইক্রোসফট যদি শেষ পর্যন্ত এনটি বের করে ফেলে তবে তারা পুরোপুরি বাজার দখল করে ফেলবে। ইতিমধ্যে এনটি-র একটা প্রাথমিক সংস্করণ ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে বিশ্ব প্রসিদ্ধ মার্কিন বিনিয়োগ ব্যাংকিং কোম্পনী মেরিল লিনচকে।

এই সুউচ্চ প্রত্যাশা ও ঝুঁকির জন্যই তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা গেটসকে যুগপৎ ভয় ও ঘৃণা করে এবং খরিদদাররা করে অবিশ্বাস। আইবিএম-এর সাথে যৌথভাবে OS/2 উদ্ভাবনের সময় গেটস এটাই করেছিল। অনেক কয়েকটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান ফেডারেল ট্রেড কমিশনের তদন্তের উত্তরে বলেছে

যে, মাইক্রোসফট গোপনে উইনডোজ ছাড়ার কৌশল ও চক্রান্তে যখন একদিকে ব্যস্ত তখন তারা জনসমক্ষে OS/2 কে বাজারে ছেড়ে পুরো সফটওয়্যার শিল্পকে ধোকা দিয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী এই উইনডোজ পিসিকে দিয়েছে মেকিনটোশ সমতুল্য ক্ষমতা। তারা অভিযোগ তুলে যে উইনডোজের জন্য নিজেদের এ্যাপলিকেশন প্রোগ্রাম (স্প্রেডশীট এক্সেল) লিখে মাইক্রোসফট একচেটিয়া বাজার সুবিধা সৃষ্টি করেছে। মাইক্রোসফট অবৈধ সুযোগ গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছে বার বার। সফল হলেই প্রতারণার অভিযোগ এনে পরিস্থিতি জটিল করা হয়। সর্বত্র বলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তারা।

মাইক্রোসফট তাদের প্রচার অভিযানের অংক চারগুণ বাড়িয়েছে। তাদের প্রথম ভিডিও প্রচারনায় উইনডোজের টিভি বিজ্ঞাপনের মাইক্রোসফট ৮০ লক্ষ ডলার খরচ করবে। প্রচারপত্র, পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সেমিনার বাবদ খরচ হবে আরো অনেক।

মাইক্রোসফট এখন সুবিশাল শপিং কেন্দ্রগুলিতে প্রবেশের জন্য পেপসি ও কোকের মত অসংখ্য সরবরাহ কেন্দ্র খুলতে যাচ্ছে। এটা একটা ব্যাপক ব্যাপার। কারণ তাদের বাজার এমনিতেই বিস্তর বড়। ৯০ লক্ষ পিসিতে সেখানে চলছে উইনডোজ। এ বছরের শেষে আরো ৯০ লক্ষ পিসি উইনডোজ ব্যবহার করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। উইনডোজের পূর্ণাঙ্গ সদব্যবহারের জন্য ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন নতুন নতুন এ্যাপলিকেশন প্রোগ্রাম।

মাইক্রোসফটের এ্যাপলিকেশন বাজার প্রতিযোগিতায় সংকুচিত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু তার ভীত ফেডারেল ট্রেড কমিশনের সম্ভাব্য রায় এবং এ্যাপেলের কপিরাইট লংঘন মামলার পরিণতি নিয়ে। এ্যাপেল ক্ষতিপূরণ বাবদ কয়েক কোটি ডলার পেতে পারে বলে আভাষ দিয়েছেন নিরপেক্ষ বিশ্লেষকরা। এটা হলে মাইক্রোসফট কানাডায় চলে যেতে পারে।

গেটস এসবের পরিণতির কথা ভেবে তার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা থেকে সরতে রাজী নন। ১৯৮৫ সালে যখন ইউনডোজের গতায়ু ভার্শনটি তারা দেখিয়েছিল তখন অনেকে বলেছিল যে, এটি মেকিনটোশের ধারে কাছে নয় তাই এটা ভুলে যেতে বলে প্রত্যেকে। কিন্তু মাইক্রোসফটের প্রোগ্রামাররা এটিকে উন্নত করার চাপ দিলে গেটস দশ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেন। ফলশ্রুতিতে আজ তিনি বিলিয়ন ডলার ব্যবসার অধিপতি। মাল্টিমিডিয়া কমপিউটিং প্রযুক্তির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিন্তা করে গেটস ১৯৮৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত চার কোটি ডলার ব্যয় করেছেন।

গেটস বলেন, তিনি উইনডোজের বাজার উন্নয়ন কেবল শুরু করেছেন। সম্প্রতি তিনি একটি নতুন ভাবধারা প্রচার করছেন যেটি হচ্ছে 'তথ্য আপনার নখ দর্পনে'। নতুন এই বুদ্ধিটি হচ্ছে হাতে ঝোলানো ক্ষুদ্রতম পিসিটি থেকে শুরু করে মেইনফ্রেম পর্যন্ত কমপিউটারের তথ্যকে এখনকার চেয়ে অনেক অনেক সহজতর উপায়ে বের করে তাকে ব্যবহার করা।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা এটিকে আরেকটি অশুভ চক্রান্ত হিসেবে দেখছে। ওয়ার্ডপারফেক্টের পিট প্যাটারসন বলেন, মাইক্রোসফট এখন চাচ্ছে পুরো বিশ্বকে দখল করতে। এটা অবশ্য অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীরা যে কত সহজে গেটসের পরিকল্পনায় বিচলিত হয় এই মন্তব্য তারই নমুনা। তবে এটা সত্যি যে একটা দারুন প্রভাবশালী সফটওয়্যার কোম্পানী ও কাগজ কলমে ৭ বিলিয়ন ডলার সৌভাগ্যের মালিক বিল গেটস এখন বেশ কিছু দিন বিশ্বের সফটওয়্যার বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করবেন স্বাচ্ছন্দের সাথে তার অতিমানবিক পরিশ্রম ক্ষমতা, নমনীয়, স্বভাবজাত ও সৃষ্টিধর্মী কমপিউটার মেধার অভূতপূর্ব সম্মিলনে। ❖

UNLEASH THE POWER OF CLIPPER 5.01

Become a Quicker More Effective Clipper Programmer

Now, more than ever, you need to learn Clippler from inside out. Design and build complex applications with minimum programming effort and maximum confidence.

Learn how you can access the full power of Clipper and use it to its fullest capability. This course will unock the secrets of header files, show you how to maximize User Defined Functions and Commands (UDFs and UDCs), assist you in your pursuit of Programming Excellence.

This course covers the fundamentals for the programmer with a basic understanding of dBASE or Clipper, the concepts of modular programming with Clipper 5.01, the full use of Clipper objects plus advanced topics of screen controls, windowing, low level file handling, multi-user programming and the Extend System.

Satisfaction Guaranteed

If you are dissatisfied for any reason, notify the course Co-ordinator. You will receive a full refund for any subsequent periods for which you have paid.

Free Add-on Library

The course includes FREE development software and program examples. The "SOFTLINE. LIB" is our application development library. Its structured programs include query manager, report manager, user interface help and a 200 plus functions library. The software with a price tag of Tk. 10,000/=, is yours' free, when you complete the course.

For more information regarding the course Please call or write:

SOFT Line
LIMITED

Adel Plaza (5th Floor), 1/1 Lalmatia, Block-A, Mirpur Road Dhaka. Phone: 813552

We also offer:
WordPerfect 5.1
LOTUS 1-2-3
dBase III Plus
MicroSoft Project
C and C++